Asian Productivity Organization
"The APO in the News"

Name of publication: Danik Inkelab (13 May 2015, Bangladesh)

DAINIK INKELAB

সংবাদপত্রের নাম ঃ ইনকিলাব
প্রকাশনার স্থান ঃ DHAKA
তারিখ ঃ 13 MAY, 2015

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা

সামাজিক বিপণন ধারণার প্রসার ঘটাতে হবে শিল্পমন্ত্রী

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ঃ শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সামাজিক বিপণন ধারণার প্রসার ঘটাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, সামাজিক বিপণন হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে জনগণের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন এনে ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত [illegible] সম্ভব। গতকাল সোস্যাল মার্কেটিং অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ফর ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, সামাজিক বিপণন বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কল্যাণে মানুষের আচরণিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কৌশলের সাথে প্রচলিত বিপণন পদ্ধতির সমন্বয় করে থাকে। এখানে একই সাথে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের প্রতি অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সামাজিক বিপণন অনেক সময় বাণিজ্যিক অনুশীলনে অবাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হলেও এটি সব সময় সঠিক নয়। সোশ্যাল মার্কেটিংয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো, সামাজিক উন্নতি বা কল্যাণসাধন করা। অন্যদিকে বাণিজ্যিক বিপণন বা কমার্শিয়াল মার্কেটিংয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন।

তিনি বলেন, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং হচ্ছে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক যোগাযোগের পরিধি বাড়ানো। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যবসার দিগন্ত প্রসারিত হয়। এক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সামগ্রিক বিবেচনায় সোশ্যাল মার্কেটিং এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ব্যবসা ও শিল্পউদ্যোগের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সামাজিক স্বার্থ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। হোটেল সোনারগাঁওয়ে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), বাংলাদেশ এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও), জাপানের যৌথ উদ্যোগে চার দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে এনপিও'র পরিচালক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখেন শিল্প সচিব মোশাররফ হোসেন ভুইয়া, এপিও'র পরিচালক হো থো নো, এনপিও'র যুগ্ম পরিচালক আবদুল বাকী চৌধুরী প্রমুখ। কর্মশালায় বাংলাদেশসহ কম্বোডিয়া, রিপাবলিক অব চায়না, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, রিপাবলিক অব ইরান, লাওস, মঙ্গোলিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম হতে মোট ২০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।